দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

আদর্শ উপজেলা হারনাকুণ্ডুতে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

ঝিনাইদহ, ৭ই জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—আদর্শ উপজেলা হিসেবে ঘোষিত হরিনাকুণ্ডু উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। চেয়ার-বেঞ্চ-টেবিলসহ আসবাবপত্রের অভাব, ব্লাক বোর্ড-চক-ডাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা, সর্বোপরি শিক্ষক সংকট উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনের এ নাজুক অবস্থার কারণ।

হরিনাকুণ্ডু উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬০টি। এর মধ্যে ৪৮টি সরকারী, বাকী ১২টি বেসরকারী। বেসরকারী ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি রেজিষ্ট্রীকৃত এবং ৪টি অরেজিষ্ট্রীকৃত। অরেজিষ্ট্রীকৃত এ ৪টি বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় জনসাধারণের দয়ার ওপর নির্ভর করে কোনরকমে টিকে আছে, সরকারী খাতাপত্রে এদের কোন হিসেব নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বেশকিছু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন সরকারীকরণের আশায় থেকে, শেষ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রেশনও না পেয়ে আর্থিক সংকটের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এরমধ্যে দৌলতপুর, শ্রীরামপুর, আহাদনগর, ঘোড়দা, কালাপাহাড়িয়া, মৃগীবাথান, ভেড়াখালি প্রভৃতি গ্রামে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্টিত ও আর্থিক সংকটের ফলে সাম্প্রতিককালে বন্ধ হয়ে যাওয়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপজেলার ৪৮টি সরকারী ও ৮টি বেসরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮,০৬৭ জন। এর মধ্যে শিশু শ্রেণীতে ৩,৪০৪ জন, ১ম শ্রেণীতে ৪,২১২ জন, ২য় শ্রেণীতে ৩,৭৬০ জন, ৩য় শ্রেণীতে ২,৮৬২ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ২,২৫১ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ১,৫৭৮ জন। গড়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন হিসাবে ধরলেও ১৮,০৬৭ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক প্রয়োজন ৩৬১ জন। সেখানে শিক্ষকের পদ বরাদ্দ আছে মাত্র ২০৭টি। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষক আছেন মাত্র ১৯১ জন। ১৬টি পদে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নেই। এই ১৬জনের মধ্যে ৮ জন প্রধান শিক্ষক।

উপজেলার প্রায় দেড় লাখ লোকের সন্তান-সন্ততির জন্য উপজেলায় বর্তমানে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এ সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাছাকাছি বিদ্যালয় না থাকাতে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে আসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদিকে সরকারীকরণ ও রেজিষ্ট্রেশনের অভাবে বেসরকারী উদ্যোগ ও আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আর্থিক সংকটের কারণে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া চালু বিদ্যালয়গুলি ও নানা সমস্যা জর্জরিত। কমবেশী প্রতিটি বিদ্যালয়েই ছাত্র ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। তবে সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে হরিণাকুণ্ডু, জোড়াদহ দখলপুর ও আন্দুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এগুলিতে ছাত্র সংখ্যা বেশী, জায়গা কম। ছাত্র ছাত্রীদের বসার বেঞ্চের অভাব প্রায় সর্বত্রই। চেয়ার-টেবিল আলমারীসহ অন্যান্য আসবাবপত্রও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এছাড়া ব্লাকবোর্ড-চক-ডাষ্টার প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণেরও স্বল্পতা রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে আদর্শ উপজেলা হরিণাকুণ্ডুতে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।